R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

শ্রীমুদ্রণীর নবগদক্ষেপ
শ্রীবন্ধু পলি প্রিন্ট
মহাবীরতলা
জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৪৬৪৭/এসটিডি ০৩৪৮৩
বিড়ি, চানাচুর, পাউরুটি, মশলা প্রভৃতির প্লাস্টিক প্যাকেট ও লেবেল গ্রাভিয়ার মেসিনে ছাপানো হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪০৬ সাল। ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক ৪০ টাকা

মমতার গতানুগতিক নির্বাচনী জনসভায় জঙ্গিপুরের জনস্রোত হার মানল ধুলিয়ানের কাছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর বরজ বড়বাগান মাঠে ও ধুলিয়ানে দাস বিড়ি কোম্পানীর সামনের মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এবং তৃণমূল ও বিজেপির যৌথ উদ্যোগে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৈয়দ মুস্তাক মুর্সেদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা হয়ে গেল। সভায় তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ছাড়া কলকাতা টিপু সুলতান মসজিদের প্রধান ইমাম মাওলানা বরকতি সাহেব বা সদ্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া সুব্রত মুখার্জীর নাম প্রচারে থাকলেও কেউ আসেননি। সভায় মমতার সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি, প্রার্থী মুর্সেদ ছাড়া জঙ্গিপুরের স্থানীয় তৃণমূল নেতা সেখ ফুরকান ও বিজেপির চিত্ত মুখার্জী এবং ধুলিয়ানে তৃণমূল নেতা সোমেন পান্ডে ও বিজেপির ষষ্ঠী ঘোষ। দুই জনসভাতেই ট্রাক-বাস ভাড়া করে লোক না নিয়ে এসে পায়ে হেঁটে জঙ্গিপুরে সাত-আট হাজার ও ধুলিয়ানে চোদ্দ থেকে পনের হাজার লোকের সমাগম একেবারে ফেলনা নয়। বিশেষতঃ ধুলিয়ানে বিজেপির মিছিলে প্রচুর লোক আসে, যা জঙ্গিপুরে দেখা যায়নি। এছাড়া পি এফের ঝামেলার জন্য বেকার হয়ে থাকা অরঙ্গাবাদ-ধুলিয়ান এলাকার হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক দিদির বক্তৃতা শুনতে বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন। ধুলিয়ানে দাস বিড়ি কোম্পানীর সামনের মাঠ থেকে ঠাঁসা ভীড় ছাড়িয়ে চলে যায় একদিকে শিব মন্দির থেকে অন্যদিকে জৈন কলোনীর মোড় পর্যন্ত। বাড়ীর ছাদে, কার্নিশে মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা (২য় পৃষ্ঠায়)

বিরোধীদের দুর্বলতায় বালিয়ায় অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ বিধায়কের সঙ্গে সদস্যের ধস্তাধস্তি, গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কংগ্রেস, বিজেপি ও ফঃ ব্লকের ডাকা অনাস্থা প্রস্তাব সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়ায় গত ৩ সেপ্টেম্বর খারিজ হয়ে গেল। বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা মোট ১৬। প্রধান ছিলেন সিপিএমের তেনুপদ দাস। সিপিএমের সদস্য ছিল ৭, কংগ্রেস ৫, ফঃ ব্লক ১, বিজেপি ২ ও সিপিএম সমর্থিত নির্দল ১। অনাস্থার দিন কংগ্রেসের এক সদস্য মতি সেখ অনুপস্থিত থাকায় তার ভোট অনাস্থার বিপক্ষে সিপিএমের দিকে যায়। অন্যদিকে ভোটে সিপিএমের এক সদস্য সুধীর দাস কংগ্রেস জোটের পক্ষে ভোট দিতে উদ্যত হলে সিপিএমের বিধায়ক পরেশ দাসের সঙ্গে তাঁর পঞ্চায়েত অফিস চত্বর থেকে ধস্তাধস্তি রাস্তায় নেমে পড়ে। দুজনেরই জামাকাপড় ছিঁড়ে যায়। মারামারি ছাড়াতে গ্রামবাসীরা ইট পাথর ছুঁড়তে থাকে। এতে আহত হয়ে এক গ্রামবাসী সাগরদীঘি হাসপাতালে ভর্তি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বিধায়কের নির্দেশে সুধীর দাসসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে। শেষ পর্যন্ত অনাস্থার পক্ষে ভোট পড়ে কংগ্রেসের ৪, বিজেপির ২, ফঃ ব্লকের ১ ও সিপিএমের সুধীর দাসের ১—মোট ৮। অন্যদিকে বিপক্ষে সিপিএম ৬, সিপিএম সমর্থিত নির্দল ১ ও কংগ্রেসের অনুপস্থিত সদস্য মতি সেখের ১টি ভোট মিলে মোট ৮। বিজেপির দলীয় নেতা জানান (শেষ পৃষ্ঠায়)

শিরিনকে পাওয়া গেছে, প্রাইভেট শিক্ষকের স্ত্রী গ্রেপ্তার, শিক্ষক নিখোঁজ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী তের বছরের শিরিন সুলতানা (জাহানারা খাতুন) গত ২৩ এপ্রিল প্রাইভেট শিক্ষক ইমরান সরকারের (অমিতকুমার পান্ডে) সঙ্গে নিখোঁজ হয়। শিরিনের বাবা রঘুনাথগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত টেলার মাষ্টার ইমরান হোসেন আসাম পর্যন্ত সন্ধান চালিয়ে মেয়েকে না পেয়ে গত (শেষ পৃষ্ঠায়)

শিবপুর চরে বিধ্বংসী ভাঙন

ধুলিয়ান ঃ গঙ্গানদী ধুলিয়ান শহরকে যেমন গ্রাস করেছে তেমনি ধুলিয়ানের অপর পারে বাংলাদেশ বর্ডার এলাকা শিবপুর চরেও পুনরায় ভাঙ্গন আরম্ভ হয়েছে। মালদা জেলার শিবপুর চর গ্রামে প্রায় ৫০টি বাড়ী সম্প্রতি গঙ্গায় বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়া পার অনন্তপুর, শোভাপুর গ্রামও গঙ্গার প্রকোপে শেষ হতে চলেছে। এখানকার অধিবাসীরা গরীব চাষী শ্রেণীর। মালদা জেলায়-এর অবস্থান হলেও এখানকার মানুষ (শেষ পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েত সমিতির কাজে কংগ্রেসের অবহেলার অভিযোগ

জঙ্গিপুর ঃ রঘুঃ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কাজে অসন্তুষ্ট কংগ্রেস ক্ষোভ দেখাল। এব্যাপারে গত ১৯ আগষ্ট ব্লক অফিসে সমিতির এক সভায় জঙ্গিপুরের বিধায়কসহ সমস্ত বিরোধী সদস্যরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কংগ্রেস সদস্য জিয়াউর রহমান মোল্লা সভার নোটীশের সঙ্গে এ্যাকসন প্ল্যানের কপি না দেওয়ার (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
রাজসিংহের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৬ সাল।

ইহা কি নিন্দনীয় নয় ?

স্থানীয় জঙ্গিপুর কলেজ এই বৎসর পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিল। কিছুদিন পূর্বে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনা হইয়া গেল। এই অঞ্চলের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া আজি হইতে অর্দ্ধশত বৎসর পূর্বে যে কলেজটির জন্ম হইয়াছিল—তাহার পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ আনন্দেরই ব্যাপার। শৈশব যৌবনের দিন অতিবাহিত করিয়া প্রৌঢ়ত্বের পর্য্যায়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার অনেক প্রচার ও প্রসার ঘটিয়াছে। শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলেজের আয়তন ও কলেবর সম্প্রসারিত হইয়াছে।

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে কলেজ সার্ভিস কমিশন প্রেরিত অধ্যক্ষ স্থায়ীপদে যোগদান করিয়া কলেজ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার যোগদানের পূর্বে দীর্ঘ ১৬ বৎসর যাবৎ এই কলেজে কোন স্থায়ী অধ্যক্ষছিলেন না। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দিয়া কলেজের কাজকর্ম চালানো হইতেছিল। কার্যতঃ তাহা ছিল অধ্যক্ষবিহীন কলেজ। ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয়ের অবসরের পর হইতে এই রকম স্থায়ী অধ্যক্ষ পদে শূন্যতা চলিয়া আসিতেছিল। শোনা যায় এই মধ্যবর্তী সময়ে কলেজ সার্ভিস কমিশন অধ্যক্ষপদের জন্য কলেজ হইতে নাম চাহিয়া পাঠিয়াছিলেন। অধ্যক্ষপদের জন্য বিজ্ঞাপনও দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন আবেদনকারীর নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার পর কলেজ সার্ভিস কমিশন হইতে জঙ্গিপুর কলেজে কর্মরত গণিতের অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সরকারের নাম অধ্যক্ষপদের জন্য পাঠানো হইলেও কলেজ পরিচালন কমিটি তাহাকে নিয়োগপত্র না দেওয়ায় দীর্ঘ ১৬ বৎসর স্থায়ী অধ্যক্ষহীন অবস্থায় কলেজের কাজকর্ম চলিয়া আসিতেছিল। সুখের কথা ঐ পদে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন অধ্যক্ষ আবু এল শোকরাণা মণ্ডল মহাশয়। যোগদানের পর হইতে তিনি কলেজে পঠন-পাঠনের নিয়মানুবর্তিতা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কলেজের নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির সংস্কার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে সব অসঙ্গতি চলিয়া আসিতেছিল তাহা বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন—ইহা সাধুবাদের যোগ্য।

সম্প্রতি তাঁহাকে ঘিরিয়া কলেজের দুই ছাত্র সংগঠন যে ঘটনা ঘটাইল তাহা অতীব নিন্দনীয় এবং ধিক্কারজনক। অধ্যক্ষের চেয়ারে বসিতে না বসিতেই ১২ই আগষ্ট একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্র ভর্তি এবং কলেজ হোষ্টেল সংস্কারের দাবী-দাওয়া লইয়া ৫ ঘণ্টা ধরিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে ঘেরাও করিয়া রাখে। হতচকিত নবাগত অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাদের দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তাহারা অধ্যক্ষের ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করিয়া দেয়। অধ্যক্ষকে পানীয় জল পর্যন্ত গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া শোনা যায়। ইহার নাম মানবিকতা ? ২৩শে আগষ্ট অপর একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের জন্য ৫০ টাকা চাঁদার হার কমাইবার দাবীতে পুনরায় অধ্যক্ষকে ঘেরাও করিয়া রাখে। ছাত্র সংসদের বিরোধী দল হিসাবে একটি স্বতন্ত্র ঘরের দাবীও ছিল তাহাদের। এই সব দাবীর অজুহাতে তাহারা তাঁহাকে নিগৃহীত করে।

এখন কথা হইল ছাত্রদের দাবী-দাওয়া থাকিতেই পারে। কিন্তু তাহা আদায়ের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়কে ঘেরাও, তাঁহাকে নিগৃহীত করা, তাঁহার প্রতি অশালীন ব্যবহার প্রদর্শন, কলেজ সম্পদের ক্ষতিসাধন কি ছাত্র সুলভ আচরণ ? শিক্ষা সংস্কৃতির সহিত যুক্ত সারস্বতদের নিকট হইতে রাজনৈতিক সংগঠন সুলভ ঘেরাও পন্থাবলম্বন কখনই সমর্থনযোগ্য নয়—যখন দীর্ঘদিনের সুস্থ সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অধিকার লইয়া এই কলেজ তাহার পঞ্চাশ বৎসরের আয়ুষ্কালের পথে পদার্পণ করিয়াছে।

হার মানল ধুলিয়ানের কাছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অপেক্ষা করেছে। মমতা ভগবানগোলা থেকে জঙ্গিপুরে সভা সেরে ধুলিয়ান যান। একই লোকসভা কেন্দ্রের দুই জায়গায় মমতার সভা এইবারই প্রথম। জঙ্গিপুরে স্থানীয় বক্তাদের পর সভার একমাত্র পরিচ্ছন্ন বক্তা প্রার্থী সৈয়দ মুস্তাক মুর্শেদ (আই এ এস) সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, চাকরী জীবনে অধিকাংশ ভাগই হয় জ্যোতিবাবু নতুবা তাঁর দল সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। এ লড়াই ছিল অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে চাকরীর শেষ জীবনে পূর্ত থেকে পরিবহন থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব হিসাবে জ্যোতিবাবু আমায় বদলী করে করে ফুটবল খেলতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই মুর্সেদই কয়েক বছর আগে কলকাতার যাদবপুরে বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারীর রহস্য উদ্ঘাটন করায় পূর্ত দপ্তর থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন তাঁরই দপ্তরের মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীও মুর্সেদ বলেন, শেষ পর্যন্ত জ্যোতিবাবুর চাকরীতে লাথি মেরে চলে যায় কেন্দ্রীয় সরকারে। তখন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। তিনিই আমাকে নানা পদে রেখে শেষে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা করে পাঠান। তাই অবসর জীবনে জ্যোতিবাবুর বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে তৃণমূলকেই বেছে নিই। আমার মতো আপনারাও জ্যোতিবাবুর দুর্নীতিবাজ সরকারকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিন। জঙ্গিপুরের মানুষ অবহেলিত। তাই এই জেলারই মানুষ হয়ে আমি জঙ্গিপুরের প্রধান সমস্যা ভাঙ্গন ও বন্যা রোধ করতে চাই। এই সেবা করার আমাকে সুযোগ দিন। তৃণমূল বা বিজেপি সাম্প্রদায়িক নয়। আমি এবং আমার সাথে সাথে ন্যাশানাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লা, তৃণমূলের আমজাদ আলী, আকবর আলি খোন্দকর, সাগির হোসেন—সব মুসলিমরাই কি বিজেপি-তৃণমূলের জোটে এসে নিজেদের ইমান বেচতে এসেছে ? সিপিএম-কংগ্রেস হাত মিলিয়েছে। তাই সিপিএমের বিরুদ্ধে সাচ্চা লড়াই করতে হলে ওদের ভোট দেবেন না। অপর পক্ষে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্যে ছিল গতানুগতিক ঢঙ। গতবারের নির্বাচনী জনসভার প্রায় একই কায়দায় ছড়াকাটা বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি শ্রোতাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেন। তিনি বক্তব্যে মূলতঃ বামফ্রন্ট আমলে রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ইত্যাদির শোচনীয় অবস্থার কথা তুলে ধরেন। এই মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য তিনি সিপিএম-কংগ্রেস ও তাদের জোটকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, জ্যোতিবাবু বর্তমানে সিপিএম ও কংগ্রেসের নেতা। এ রাজ্যে কংগ্রেস বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সুব্রত মুখার্জী, সুনীতি চট্টরাজের মতো লড়াকু কংগ্রেস বিধায়করা দেরীতে হলেও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আজ তৃণমূলের পতাকা তলে এসেছেন। সরকার যারা ফেলল তারা শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনই করতে পারল না। তাই অটলজীকে বলেছি এবার আর সাতজন নয়, আরও বেশী সংসদ নিয়ে আপনার হাত আরও শক্ত করবো। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৫৭ লক্ষ বেকার। জ্যোতিবাবুরা সাক্ষরতার নামে কোটি কোটি টাকা লুঠ করছে। হাসপাতালে ওষুধ নেই, রাস্তা খানাখন্দে ডোবা হয়ে গেছে। তাই জঙ্গিপুরে সাত্তার সাহেবের পর যোগ্য লোক সৈয়দ মুর্সদকে এখানে দাঁড় করিয়েছি। জঙ্গিপুরে বিজেপির স্থানীয় নেতারা বক্তব্য রাখলেও এবং গ্রামগঞ্জ থেকে মিছিল এলেও মমতা বক্তব্যের শুরুতে সম্বোধনে সবার সঙ্গে বিজেপি নেতা ও ক্যাডারদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

।। কেনই বা শিক্ষক দিবস ।।

হরিলাল দাস

শিক্ষকতা কি আর পাঁচটা চাকরির মতই একটা চাকরি ? এ রাজ্যে এখন পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হয়। সে চাকরির নিরাপত্তা আছে, বেতন আছে, ভাতা-ইনক্রিমেন্ট-অনুদান-পেনসন-গ্রাচুইটি আছে এবং নির্দিষ্ট কাজের সময় আছে। তা হলে অন্য চাকরি থেকে কোনও তফাৎ নেই ?

ভোগবাদী সমাজে বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংক ব্যালান্স, কালো টাকা এবং বিলাসিতা উপযোগিতা—এই তো জীবন ; বাঁচার মত বাঁচতে। তার জন্য কেরানির চাকরি থেকে পুলিশের চাকরি যা-ই হোক—বাছবিচার কিসের ? একটা পেলেই হয়।

তবে এসব ভদ্দরলোকি চাকরির জন্য কিছু লেখাপড়া জানতে হয়। তা এখন তো টাকা যার বিদ্যে তার। সরকার পশ্চিমবঙ্গে বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করলেও, নানা রকম অনুদান, আর্থিক সুবিধে থাকলেও এখন অর্থমূল্যে বিদ্যা ক্রয় না করে পাশ করা যায় না। উচ্চ শিক্ষালয়ে ভর্তি হওয়া যায় না। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায় আছে ক্যাপিটেশন ফি আদায়ের পক্ষে। আর দূষণ নিয়ন্ত্রণে হাই কোর্টীয় ফতোয়া শিরোধার্য করে শ্রুতিপীড়ন শব্দের ভল্যুম বাড়াতে বাধা দেবেন কে ? ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র-প্রফেসর বানাতে মোটা ইনভেস্ট করতে হয়—বিদ্যের জোরে মোটা হাভেস্ট তুলবার জন্যে।

কেবল সুপার-ভদ্দলোকি চাকরি মন্ত্রি হতে গেলে ডিগ্রির ঝকমারি নাস্তি।

এ বছর ২৭৪ জনকে রাষ্ট্রপতি জাতীয় শিক্ষকের সম্মান দিয়েছেন, শিক্ষক দিবসে। ১৯৬২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনটি শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হয়ে আসছে। তিনি আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। আদর্শ শিক্ষকেরা জাতীয় মর্যাদা পাচ্ছেন। বর্তমানে এই পুরস্কারের নগদ মূল্য দশ হাজার। অতএব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন । এভাবে আর কতদিন চলবে ?

শিক্ষা জাতীর মেরুদন্ড। কোন্ জাতির ? ভারতের আপামর জনসাধারণ, যারা টিপছাপ দিয়ে ভোটদাতা, তারা কী জাতীয় !

রবীন্দ্র স্মরণ উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ আগষ্ট ঃ গতকাল স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে রবীন্দ্র মূর্ত্তিতে মাল্যদানের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্র কবিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনৃত্যের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সকল ধরনের প্রতিযোগিতা ছোটদের ও সর্বসাধারণ এই দুটি বিভাগে করা হয়। প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ নেয়। সন্ধ্যায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপনকুমার দাস ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মণীশকুমার রায়। প্রথমে অনুষ্ঠানের সভাপতি রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক। স্থানীয় রবিমঞ্চের শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। 'শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক হরিলাল দাস। মহকুমা শাসক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের শংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। রবিমঞ্চের শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত কবিগুরুর বর্ষাঋতুর গান শ্রোতাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সবশেষে অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জি আরের গম বিলি নিয়ে কমিশনারদের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর পারের পুর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে গত ৪/৫ মাস আগে জি আরের যে গম আসে তা এখন পর্যন্ত বিলি করা হয়নি বলে অভিযোগ সেখানকার চার কংগ্রেস কমিশনারের। কমিশনাররা জানান, এ পর্যন্ত জঙ্গিপুরে দু'বার জি আরের গম এসেছে পৌর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডে বিলির জন্য। গত মাসে বিশেষ কোটায় আরও ৫ কুইন্ট্যাল গম এসেছে। সমস্ত গম ৬ নং ওয়ার্ডের ডিলার রিয়াজুদ্দিন তুললেও পুরসভা তা বিলির ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ঐ ওয়ার্ডেরই কমিশনার সিপিএমের আনিসুর রহমান বিলি বন্টনের দায়িত্বে থাকলেও কংগ্রেসের অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনের মুখে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পুরসভা ঐ গম বন্টন করবে। বন্টনেও কংগ্রেসী ওয়ার্ডে জনসংখ্যা অনুযায়ী গম কম পাবারও আশংকা করছেন কমিশনাররা।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ও পূর্ব চক্রের প্রাথমিক শিক্ষকগণ রাধা চিত্রা মন্দিরে সম্প্রতি মিলিত হন। উদ্দেশ্য উভয় সার্কেলের অধীনে সমস্ত শিশুকে কিভাবে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যায়। সভায় সাগরদীঘির বিডিও স্বরূপ শিকদার, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি—সম্পাদক পরেশ দাস শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাগরদীঘি শাখার সম্পাদক জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যালয় পরিবেশ, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ, চিত্তাকর্ষক পাঠদান বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশিস্ ব্যানার্জী।

জঙ্গিপুর হাই স্কুলে নতুন কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর হাই স্কুলে নতুন পরিচালন সমিতি গঠিত হয়েছে। সভাপতি হয়েছেন সুবীরকুমার দে, সহ-সভাপতি নয়নকুমার প্রামাণিক, সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা ও সারফুল আলম খাঁন চতুর্থ সাধারণ সদস্য। উল্লেখ্য স্কুল কমিটি নির্বাচনে অভিভাবক প্রতিনিধি থেকে সুবীরকুমার দে ও বিশ্বনাথ সাহা ছাড়া কেতকী পাল ও নন্দকিশোর মুন্দ্রা নির্বাচিত হন। বর্তমানে কেতকী পাল ও নন্দকিশোর মুন্দ্রা বিদায়ী সদস্য হওয়ায় তাঁদের জায়গায় যথাক্রমে নয়নকুমার প্রামাণিক ও সারফুল আলম খাঁনকে অভিভাবক প্রতিনিধি হিসাবে বেছে (কোঅপ্ট) নেওয়া হয়।

ফোন ঃ ৬৬৮০৮/৬৪৫৭৩

মেসার্স সি, সি, এণ্টারপ্রাইজ

জে, কে, টায়ার কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

(এখানে জে, কে, টায়ার কোম্পানীর বাস, ট্রাক ও সকলপ্রকার যানবাহনের টায়ার বিক্রয় করা হয়)

অফিস ঃ নূতন বাসষ্ট্যান্ডের নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির পার্শ্বে দেবীরতন চক্রবর্তীর বাড়ীর নীচে।

জায়গাসমেত বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্কে পার্ক ভিউ নার্সিং হোমের সামনে ফাঁকা জায়গা ও বাড়ীসমেত মোট পৌনে পাঁচ কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়ে ইচ্ছুক। আগ্রহী ব্যক্তিগণ ফোনে শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

ফোন নং (০৩৩) ৫৫৬-৪২০৩

এবং (০৩৩) ৫৫৮-১৪২২

বিধায়কের সঙ্গে সদস্যের ধস্তাধস্তি, গ্রেপ্তার ৬ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসের মতি সেখ সিপিএমের অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় এই অনাস্থায় জেতা গেল না। বর্তমানে পঞ্চায়েত সেই দোদুল্যমান অবস্থায়ই থাকল। পক্ষে ৮ ও বিপক্ষে ৮ সদস্য। প্রধান থাকলেন সিপিএমের তেনুপদ দাসই সিপিএমের লোকাল কমিটি জানান দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সদস্য সুধীর দাসের বিরুদ্ধে সিপিএম বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই নিচ্ছে।

কংগ্রেসের অবহেলার অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবাদ করেন। এছাড়া জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের জাগুনপাড়ায় শীঘ্র বৈদ্যুতিক আলো সংযোগের ব্যাপারে তিনি বিডিও ও সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দক্ষিণ বাহুড়ায় সার্বজনীন মনসা মন্দির সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণেরও দাবী তোলেন। সম্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলা হাই স্কুলের রাস্তায় বর্ষার জল জমে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধার কথায় সভায় দীর্ঘক্ষণ বাদানুবাদ চলে। সমস্ত দাবীই সঙ্গত হওয়ায় বিডিও এবং সভাপতি ভবিষ্যতে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন।

শিবপুর চরে বিধ্বংসী ভাঙন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোটার অরঙ্গাবাদ বিধানসভা ও জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের। পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম বোর্ডে সদস্য সংখ্যা ২২ জন। গত ৩১ আগষ্ট জঙ্গীপুর লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী মাইনুল হক ও জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি নুরুল খাঁন শিবপুরের ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন। গঙ্গা ভাঙ্গনে সর্বহারা জেরাত সেখ, নৈমুদ্দিন সেখ, ইসলাম সেখ, মেরাজ সেখ, খোকন মণ্ডলরা অভিযোগ করেন— সরকার থেকে কোন সাহায্য করেনি। বৃষ্টির মধ্যে খোলা আকাশের নীচে কোন রকমে তাদের বাস করতে হচ্ছে। অভিযোগ শোনার পর মাইনুল হক ৫০ খানা ত্রিপলের ব্যবস্থা করেন। এই ধরনের বিধ্বংসী ভাঙ্গন প্রায় ২৮ বৎসর পর দেখা দিয়েছে বলে শিবপুরের মানুষের বক্তব্য। এই ভাঙনের জন্য তারা ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেন এবং ভাঙন প্রতিরোধে টালবাহানার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

হার মানল ধুলিয়ানের কাছে (২য় পৃষ্ঠার পর)

কোন নাম উল্লেখ না করায় বিজেপি স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। এমনকি মঞ্চে ও তার আশেপাশেও কোন বিজেপির পতাকা দেখা যায়নি। এছাড়া মমতার বক্তব্যে কেন্দ্রে বিজেপির জোট সরকার হ'লে মুর্শিদাবাদ বা জঙ্গিপুরের জন্য উন্নয়নে কিছু পরিকল্পনা থাকবে কিনা তার উল্লেখ ছিল না। সভায় বিজেপির পক্ষ থেকে বারহারোয়া—হাওড়া লাইনে ট্রেন তুলে নেওয়া, ভাঙ্গনরোধে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি দাবীতে মমতাকে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ধুলিয়ানের সভায়ও মমতা ও প্রার্থী মুর্সেদ প্রায় একই বক্তব্য রাখেন। মমতা ধুলিয়ানের গঙ্গা ভাঙ্গন সম্বন্ধে বলেন, বাংলাদেশের রাজশাহীতে সে দেশের সরকারের প্রচেষ্টায় ভারত থেকে বোল্ডার নিয়ে গিয়ে ভাঙ্গন রোধ করা হচ্ছে। আর সেখানে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাঙ্গন ও বন্যা প্রতিরোধের কোটি কোটি টাকা রাজ্য সরকার লুটেপুটে খাচ্ছে। এলাকার লোক প্রতি বছর গৃহহারা হচ্ছেন, প্রচুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি গঙ্গা গর্ভে চলে যাচ্ছে। ধুলিয়ান থেকে মমতা মালদহে জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

শিক্ষক নিখোঁজ (১ম পৃষ্ঠার পর)

১৫ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানায় প্রাইভেট শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৩৬৩, ৩৬৬, ১০৯, ৩৪ ইত্যাদি ধারায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। (কেস নং ১৫৬/৯৯)। পরবর্তীতে ইমরান সরকারের প্রকৃত বাড়ী আসামের গোয়ালপাড়ায় হানা দিয়ে আসাম পুলিশ ইমরানের দুই আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করে। ধৃত আসামীদের জঙ্গিপুর কোর্টে হাজিরা দিতে হবে এই সর্তে পরে জামিন দেওয়া হয় বেগতিক দেখে প্রাইভেট শিক্ষক ইমরান বীরভূমের বোলপুরে শিউনের দিদিমার বাড়ীতে ওকে নামিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দেয়। এদিকে পুলিশের তৎপরতা ও গতিবিধির সন্ধান করতে এসে ইমরানের স্ত্রী রঞ্জু বিবি (রঞ্জু সাহা) রঘুনাথগঞ্জে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বর্তমানে সে জঙ্গিপুর সাব জেলে বন্দী।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ২০%

(১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত)

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাধিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাধিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।